সংবাদ

তারিখ 11 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

তিন বছরে ২৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হবে

● রূপরেখা তৈরি হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নতুন অর্থবছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ খাতে কোন বরাদ্দ নেই। এরপরও নতুন অর্থবছরেই সম্পূরক বাজেটের মাধ্যমে প্রায়োরিটি বেসিস (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) স্কুলের জাতীয়করণ কার্যক্রম শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে তিন অর্থবছরের প্রায় ২৪ হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের চিন্তাভাবনা আছে সরকারের।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত দু'অর্থ বছর শেষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বছরে ২০০ কোটি টাকা করে মোট ৪০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। ওই টাকা অর্থমন্ত্রণালয়ে ফেরত গেছে। কিন্তু আগামী তিন অর্থবছরের উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত না দিয়ে সম্পূরক বাজেটের মাধ্যমে সেই অর্থ দিয়েই বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হবে।

জাতীয়করণের রূপরেখা প্রণয়ন : ইতোমধ্যে সরকার রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব বিদ্যালয় জাতীয়করণের ক্ষেত্রে অনুসরণের নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়নের জন্য গত ১৯ মে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটির সভাপতি হলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদ। সদস্যরা হলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক মুহাম্মদ আবদুল হালিম ও সহকারী পরিচালক আবদুল হালিম ভূঁইয়া, অধিদফতরের পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন) ফারুক জলিল, অধিদফতরের ঢাকা বিভাগের

প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

প্রাথমিক : বিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপপরিচালক কাওসার সাবিনা এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবুল কালাম। জানতে চাইলে রূপরেখা প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'আমরা রূপরেখা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছি। আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে পারব'।

রূপরেখা প্রণয়ন কমিটির 'কার্য-পরিধি : রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান/নীতিমালা ও অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ক্ষেত্রে অনুসরণের নিমিত্তে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে সংশোধনসহ এসবের নিশ্ছিদ্র প্রয়োগ / প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান, শিক্ষক-সংখ্যাসহ বর্তমানে এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ, শিক্ষক-সংখ্যাসহ বর্তমানে স্থাপন ও চালুর অনুমতিপ্রাপ্ত, অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত ও স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এবং প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন সুপারিশ প্রদান। কমিটিকে আগামী ১৪ জুনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে।

রূপরেখা প্রণয়ন কমিটির এক সদস্য গতকাল সংবাদকে জানান, বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। তাই এক সপ্তাহ সময় বেশি নেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম চৌধুরী গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'গত ৪ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়ে আমাদের মতামত নিয়েছে। জাতীয়করণের রূপরেখা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতে আগামী বৃহস্পতিবার (১৪ জুন) বিকেলে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভা আহ্বান করা হয়েছে। এরপর প্রতিবেদন রচিত হবে'।

তিনি আরও বলেন, 'নীতিমালাটি চূড়ান্ত হওয়ার পর এটিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হবে। পরে এটিকে অর্থমন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর মন্ত্রিপরিষদের সভায় উত্থাপন করা হবে। মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নীতিমালাটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে। এরপর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে'।

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী জানান, 'রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটিসহ মোট ২৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে দেশে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক আছে ৯৬ হাজার।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক-কর্মচারীর (এমপিওভুক্ত) জন্য বছরে সরকারের ব্যয় হচ্ছে ৫৪৫ কোটি। রেজিস্টার্ড স্কুলের শিক্ষকদের জাতীয়করণ করলে ব্যয় দাঁড়াবে এক হাজার ৩৪ কোটি টাকা।

এবার জাতীয়করণের দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের চারটি সংগঠন সম্মিলিতভাবে 'বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদ' গঠন করে গত ১৪ মে থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে টানা চারদিন অনশন কর্মসূচি পালন করে। ১৫ মে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ। এতে একজন শিক্ষক মারা যান। পরে ১৬ মে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ৩০ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে আলোচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠানো হয়। তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন গণশিক্ষা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও শিক্ষা সচিব। এরপর গত ২৭ মে শিক্ষক নেতাদের নিজ কার্যালয়ে ডেকে পাঠান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওইদিন প্রধানমন্ত্রী রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন এবং নতুন করে আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন না দেয়ার নির্দেশ দেন গণশিক্ষামন্ত্রীকে।